

জাতীয় সংসদ সচিবালয়(ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-বাংলা

১. এ এক অমোঘ সত্য। এখানে “সত্য” কোন পদ?

ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ
গ. সর্বনাম ঘ. অব্যয় উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘এ এক অমোঘ সত্য’ বাক্যটিতে সত্য বিশেষ্য পদ।
- ‘সত্য’ পদটি বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয় রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— ‘এ এক বিরাট সত্য’ এখানে সত্য শব্দটি বিশেষ্য পদ। আবার ‘সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল’ এখানে ‘সত্য’ শব্দটি বিশেষণ পদ।
- বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় এমন আরও কয়েকটি পদ হলো—
ভালো: আপন ভালো সবাই চায় → বিশেষ্য
ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন → বিশেষণ
মন্দ: এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে? → বিশেষ্য
মন্দ কথা বলতে নেই → বিশেষণ
পুণ্য: পুণ্যে মতি হোক → বিশেষ্য
তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক → বিশেষণ

২. যাযাবর কার ছদ্মনাম?

ক. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
খ. বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. বিনয় ঘোষ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যাযাবর ছদ্মনামটি বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ব্যবহার করতেন।
- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম বনফুল।
- বিনয় ঘোষের ছদ্মনাম কালপেঁচা।
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কুচিতপৌড়।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যের নাম কি?

ক. বনফুল খ. কুড়ি ও কোমল
গ. বলাকা ঘ. কবি কাহিনী উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্য ‘কবি-কাহিনী’। এটি ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত।
- ‘বনফুল’ রবীন্দ্রনাথ রচিত সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কাব্য। কিন্তু এটি দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্য। এটি ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়।

■ ‘বলাকা’ কাব্যটি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত। এতে ৪৫টি কবিতা রয়েছে।

■ ‘কুড়ি ও কোমল’ কাব্যটি প্রকাশ হয় ১৮৮৬ সালে। এই কাব্যের বিখ্যাত কবিতা ‘প্রাণ’।

৪. “পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য শুভদিন” এর বাক্য সংকোচন হচ্ছে-

ক. পুণ্যাহ খ. পুণ্যাহ
গ. পুণ্যাহ ঘ. পুণ্যাহ উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য শুভদিন = পুণ্যাহ।
- আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এককথায় প্রকাশ-
* কর্ম করার শক্তি যার নেই – অকর্মণ্য
* কী কর্তব্য বুঝতে পারে না যে – কিংকর্তব্যবিমূঢ়
* যে ব্যক্তি দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত – দৌবারিক
* যা নিবারণ করা কঠিন – দুনিবার
* জয় করার ইচ্ছা – জিগীষা।

৫. কাজী নজরুল ইসলামের “রক্তের বেদন” কোন ধরনের রচনা?

ক. গল্পগ্রন্থ খ. কাব্যগ্রন্থ
গ. উপন্যাস ঘ. নাটক উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘রক্তের বেদন’ কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি গল্পগ্রন্থ। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে ৮টি গল্প রয়েছে।
- তার অন্যান্য গল্পগ্রন্থ— ব্যথার দান, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা এবং জিনের বাদশা।
- তার রচিত উপন্যাস— বাঁধন হারা, মৃত্যুক্ষুধা এবং কুহেলিকা।
- তার রচিত কাব্য— অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ভাস্কর গান, সাম্যবাদী, সর্বহারার, সখিতা, প্রলয়শিখা, দোলনচাঁপা, চক্রবাক, মরণভাস্কর ইত্যাদি।
- তার রচিত নাটক— ঝিলিমিলি, আলোয়া, বিদ্যাপতি, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা, সেতুবন্ধন ও ভূতের ভয়।

৬. “একান্তরের দিনগুলি” বইটির রচয়িতা কে?

ক. বেগম সুফিয়া কামাল খ. সেলিনা হোসেন
গ. বেগম রোকেয়া ঘ. জাহানারা ইমাম উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘একান্তরের দিনগুলি’ জাহানারা ইমাম রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি স্মৃতিকথা। গ্রন্থটি ১৯৮৬

সালে প্রকাশিত হয়। জাহানারা ইমামকে বলা হয় ‘শহীদ জননী’।

- সুফিয়া কামাল রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা ‘একাত্তরের ডায়েরি’।
- সেলিনা হোসেন রচিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ ‘একাত্তরের ঢাকা’। এটি ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়।
- বেগম রোকেয়া রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলো- অবরোধবাসিনী, মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ ইত্যাদি।

৭. শুদ্ধ বানান কোনটি?

- ক. কাহিনী খ. কাহীনি
গ. কাহীনী ঘ. কাহিনি উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বানানটি হলো কাহিনী। সংস্কৃত শব্দ কথনিকা থেকে এর উৎপত্তি। এটি বিশেষ্য পদ। এর অর্থ বৃত্তান্ত বা উপাখ্যান।
- আরও কিছু শুদ্ধ বানান- দুরবস্থা, মুমূর্ষু, মনীষা, সমীচীন, বিভীষিকা, মুহূর্ত, কর্নেল, স্টেশন, ত্রিনয়ন, দুর্নাম, শিরশ্ছেদ, অহংরহ, অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন ইত্যাদি।

৮. শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

- ক. আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
খ. বিমুখ প্রান্তর
গ. রৌদ্র করোটিতে
ঘ. ছাড়পত্র উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ ‘রৌদ্র করোটিতে’। ১৯৬৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়। তার বিখ্যাত কাব্যগুলো- বিধ্বস্ত নীলিমা, বন্দী শিবির থেকে, নিজ বাসভূমে, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে ইত্যাদি।
- ‘আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি’ এর রচয়িতা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।
- ‘ছাড়পত্র’ কাব্যের রচয়িতা সুকান্ত ভট্টাচার্য।
- ‘বিমুখ প্রান্তর’ কাব্যটি ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষিতে রচিত। এর রচয়িতা হাসান হাফিজুর রহমান।

৯. “বাজে কথা” রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের অন্তর্গত?

- ক. লিপিকা খ. কালান্তর
গ. বিচিত্র প্রবন্ধ ঘ. সাহিত্য উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘বাজে কথা’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি প্রবন্ধ। এটি রবীন্দ্রনাথের ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ গ্রন্থের অন্তর্গত।
- বিচিত্র প্রবন্ধগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ- নানা কথা, পথপ্রান্তে, নববর্ষ, লাইব্রেরি, পরনিন্দা, রঙ্গমঞ্চ, মন্দির, শরৎ, বসন্তযাপন ইত্যাদি।
- তার রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ- কালান্তর, বিবিধ প্রসঙ্গ।
- ‘লিপিকা’ রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পগ্রন্থ। এতে ৩৯টি গল্প রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এটিকে ‘কথিকা’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।
- ‘সাহিত্য’ রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধগ্রন্থ। এর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ- বিশ্বসাহিত্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্য ও সভ্যতা, মানব প্রকাশ ইত্যাদি।

১০. চর্যাপদের কবি কারা?

- ক. কৃষ্ণিবাস, চন্দ্রবতী, কাশীরাম দাস
খ. বিজয়গুপ্ত, মালাধর বসু, দ্বিজ মাধব
গ. চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস
ঘ. লুইপা, ভুসুকুপা, শবরপা উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হলো চর্যাপদ। চর্যাপদ ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালের রাজ গ্রন্থশালা থেকে আবিষ্কৃত হয়। চর্যাপদে ২৩ জন মতান্তরে ২৪ জন কবি রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন- লুই পা, ভুসুকু পা, শবর পা, কাহুপা, কুঙ্কুরী পা, চেগুন পা, সরহ পা, বীণাপা, ভাদে পা এবং লাড়ীডোষী পা।
- কৃষ্ণিবাস রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন।
- চন্দ্রাবতী রামায়ণ অনুবাদ, মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালার রচয়িতা।
- কাশীরাম দাস মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন।
- বিজয়গুপ্ত রচনা করেন পদ্মপুরাণ।
- মালাধর বসু বাংলায় ভাগবত পুরাণ অনুবাদ করেন।
- দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা।
- চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং জ্ঞানদাস বৈষ্ণব পদাবলির রচয়িতা।

১১. অমোঘ শব্দের অর্থ কী?

- ক. সার্থক খ. বাসনা
গ. নশ্বর ঘ. ইচ্ছা উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অমোঘ শব্দের অর্থ অব্যর্থ, সার্থক।
- অভিলাষ অর্থ কামনা, বাসনা, ইচ্ছা।
- নশ্বর অর্থ অস্থায়ী, অনিত্য, ক্ষয়শীল, ভঙ্গুর নাশশীল।
- আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ- অভিরাম = সুন্দর, অবিরাম = অনবরত, কুক্কুট = মোরগ, কিরীট = মুকুট, আপণ = দোকান, সিত = শুষ্ক, খড়গ = তরবারি।

১২. গঠনরীতি অনুসারে বাক্য কত প্রকার?

- ক. পাঁচ প্রকার খ. চার প্রকার
গ. দুই প্রকার ঘ. তিন প্রকার উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গঠন অনুসারে বাক্য ৩ প্রকার। যথা- ১। সরলবাক্য, ২। মিশ্র বা জটিল বাক্য ও ৩। যৌগিক বাক্য।
- সরল বাক্যে একটি কর্তা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। যেমন- পুকুরে পদ্মফুল জন্মে।
- মিশ্র বা জটিল বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য থাকে। যেমন- যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।
- যৌগিক বাক্যে দুই বা ততোধিক সরল বাক্য বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়। যেমন- আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
- অর্থ অনুসারে বাক্য ৫ প্রকার। যথা- ১। নির্দেশক বাক্য, ২। প্রশ্নবোধক বাক্য, ৩। অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, ৪। বিস্ময়সূচক বাক্য ও ৫। ইচ্ছাসূচক বাক্য।

১৩. পায়ের আওয়া পাওয়া যায়- কোন জাতীয় রচনা?

- ক. গীতিনাট্য খ. কাব্যনাট্য
গ. কাহিনীকাব্য ঘ. নাটক উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাট্য। স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষে মুক্তিবাহিনীর গ্রামে প্রবেশের ঘটনা এই নাটকে স্থান পেয়েছে।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস- নীল দংশন, নিষিদ্ধ লোবান।
- নাসির উদ্দীন ইউসুফের ‘গেরিলা’ চলচ্চিত্রটি ‘নিষিদ্ধ লোবান’ উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি।
- তার লেখা বিখ্যাত একটি নাটক ‘নূরলদীনের সারাজীবন’।
- ‘পরানের গহীন ভিতর’ তার রচিত বিখ্যাত কাব্য।

১৪. ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে-

- ক. শব্দ খ. ধ্বনি
গ. পদ ঘ. বাক্য উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি।
- ভাষার মূল উপকরণ বাক্য।
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি।
- বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ।
- বাক্যের মূল উপাদান শব্দ।
- বাক্যের মূল উপকরণ শব্দ।
- শব্দের মূল উপাদান ধ্বনি।
- শব্দের ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি।
- ধ্বনির নির্দেশক চিহ্ন বর্ণ।
- ভাষার ইট বর্ণ।
- ভাষার স্বর ধ্বনি।
- ভাষার ছাদ বাক্য।

১৫. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?

- ক. লালসালু খ. রাইফেল রোটি আওরাত
গ. পদ্মা নদীর মাঝি ঘ. জননী উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ‘রাইফেল রোটি আওরাত’। এর রচয়িতা আনোয়ার পাশা।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরও কিছু উপন্যাস- নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন, হাঙর নদী গ্রেনেড, শ্যামল ছায়া, আগুনের পরশমণি, দুই সৈনিক, জাহান্নাম হইতে বিদায়, জীবন আমার বোন, একটি কালো মেয়ের কথা, আমার বন্ধু রাশেদ ইত্যাদি।
- ‘লালসালু’ সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস।
- ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস।
- ‘জননী’ শওকত ওসমান রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস।

১৬. “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি” গানটির রচয়িতা কে?

- ক. আবদুল গাফফার চৌধুরী
খ. আলতাফ মাহমুদ
গ. আবদুল লতিফ
ঘ. আল মাহমুদ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানটি ‘একুশের কবিতা’ শিরোনামে রচনা করেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী।
- গানটি সর্বপ্রথম জহির রায়হান ‘জীবন থেকে নেওয়া’ চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেন।
- গানটির প্রথম সুরকার আব্দুল লতিফ।
- গানটির বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ।
- ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়’ ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক গানটির রচয়িতা আব্দুল লতিফ।
- আল মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন ‘উপমহাদেশ’ উপন্যাস।

১৭. ‘অকাল বোধন’ বাগধারাটির অর্থ—

ক. শেষ বিদায় খ. অসময়ে আবির্ভাব
গ. শেষ সময়ের কাজ ঘ. সময়ে আবির্ভাব উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘অকাল বোধন’ বাগধারাটির অর্থ— অসময়ে আবির্ভাব।
- অগস্ত্যযাত্রা, পটল তোলা, অনন্ত যাত্রা, ভবলীলা সাজ করা বাগধারাগুলোর অর্থ শেষ বিদায় বা মারা যাওয়া।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা—
অর্ধচন্দ্র — গলাধাক্কা
ইঁদুর কপালে — হতভাগ্য
কান কাটা — চাটুকার
গৌরচন্দ্রিকা — ভূমিকা
ঘটিরাম — অপদার্থ
গোঁফ খেজুরে — নিতান্ত অলস।

১৮. ‘অহরহ’— এর শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

ক. অহঃ + অহ খ. অহঃ + রহ
গ. অহো + অহো ঘ. অহ অহ উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অহঃ + অহ = অহরহ শব্দটি বিসর্গ সন্ধিঘটিত শব্দ।
- বিসর্গ সন্ধিসাধিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ—
নিঃ + চয় = নিশ্চয়
শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ
নমঃ + কার = নমস্কার
নিঃ + কর = নিষ্কর
অহঃ + নিশা = অহর্নিশ
মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট
দুঃ + থ = দুস্থ

আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ

ভাঃ + কর = ভাস্কর

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি

নিঃ + রস = নীরস

১৯. ‘চাঁদ’ শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে—

ক. বিধু খ. নিষু
গ. সিধু ঘ. বঁধু উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চাঁদের একটি সমার্থক শব্দ হলো বিধু।
- চাঁদের সমার্থক = চন্দ্র, সুধাংশু, সিতাংশু, শশী, সোম, শশাঙ্ক, শশধর, নিশাকর, মৃগাঙ্ক, রাকেশ, নিশাপতি।
- নিষু শব্দ নেই। তবে নিষুতি অর্থ গভীর নিদ্রা।
- সিধু অর্থ ভয়।
- বঁধু অর্থ প্রিয়, প্রণয়ী, নাগর।

২০. স্কুল > ইস্কুল— এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন রীতির উদাহরণ?

ক. অপিনিহিত খ. অভিশ্রুতি
গ. আদি স্বরাগম ঘ. অন্ত স্বরাগম উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্কুল > ইস্কুল, এটি ধ্বনি পরিবর্তনের আদি স্বরাগমের উদাহরণ।
- উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোনো শব্দের আদিত স্বরধ্বনি আসলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন- স্টেশন > ইস্টিশন, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।
- পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিত বলে। যেমন- বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইরি।
- বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন- গুনিয়া > গুনে, বলিয়া > বলে।
- শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসলে তাকে অন্তস্বরাগম বলে। যেমন- দিশ > দিশা, সত্য > সত্যি।

২১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস কোনটি?

ক. জননী খ. চিলেকোঠার সেপাই
গ. দি আগলি এশিয়ান ঘ. ময়ূরাক্ষী উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘The Ugly Asian’ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত একটি ইংরেজি উপন্যাস। ২০০৬ সালে শিবব্রত বর্মণ এটি ‘কদর্য এশীয়’ নামে অনুবাদ করেন।

- তার বিখ্যাত উপন্যাস- লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।
- ‘জননী’ শওকত ওসমান রচিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস।
- ‘চিলেকোঠার সেপাই’ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এর ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান নিয়ে রচিত উপন্যাস।
- ‘ময়ূরাক্ষী’ হুমায়ুন আহমেদের লেখা হিমু ধারাবাহিকের প্রথম উপন্যাস।

২২. বাংলা গদ্যে যতি বা বিরাম চিহ্ন প্রথম কে প্রয়োগ করেন?

ক. রাজা রামমোহন রায় খ. উইলিয়াম কেরী
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা গদ্যে যতি বা বিরাম চিহ্ন প্রথম প্রয়োগ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়।
- ১৮৪৭ সালে তার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’-এ যতি বা বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ ঘটান।
- রাজা রামমোহন রায় বাঙালি কর্তৃক প্রথম রচিত বাংলা ব্যাকরণ ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ রচনা করেন।
- বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ‘কথোপকথন’ এর রচয়িতা উইলিয়াম কেরী। ইতিহাসমালা তার বিখ্যাত গ্রন্থ।
- বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ছোট গল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার বিখ্যাত ছোট গল্প ছুটি, হৈমন্তী, সমাপ্তি, অপরিচিতা।

২৩. চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত কার দ্বারা প্রভাবিত হন?

ক. হোমার খ. পাণ্ডে
গ. মিলটন ঘ. পেত্রার্ক উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে চতুর্দশপদী ও অমিত্রাক্ষর কবিতার জনক। সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় তিনি ইতালিয় কবি পেত্রার্ক দ্বারা প্রভাবিত।
- ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট সংকলন।
- সনেট হলো ১৪ মাত্রা এবং ১৪ লাইন বিশিষ্ট কবিতা।

- সনেটের দুটি অংশ থাকে। যথা- ষটক ও অষ্টক।
- তার রচিত দেশাত্মবোধক সনেট ‘বঙ্গভাষা’ বিখ্যাত।

২৪. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা-

ক. কল্লোল খ. দিগদর্শন
গ. সংবাদ প্রভাকর ঘ. সমাচার দর্শন উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা ‘সংবাদ প্রভাকর’। এটি ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়।
- পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- ‘কল্লোল’ পত্রিকাটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ।
- দিকদর্শন ও সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুর মিশন হতে সালে কার্ল মার্কসম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা।

২৫. “যে সবে বঙ্গের জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি”। এটি কার রচনা?

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
খ. রামনিধি গুপ্ত
গ. অতুল প্রসাদ সেন
ঘ. আবদুল হাকিম উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘যে সবে বঙ্গের জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি’ কবিতাংশটির রচয়িতা আবদুল হাকিম। এটি তার ‘বঙ্গবাণী’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
- তার আরেকটি বিখ্যাত উক্তি- ‘দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়’।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার বিখ্যাত উক্তি- ‘হে বঙ্গ ভাভারে তব বিবিধ রতন’; ‘কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন’; ‘মাতৃভাষা রূপে খনি, পূর্ণ মণি জালে’।
- টপ্পাগানের জনক রামনিধি গুপ্তের রচনা- ‘নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা’।
- অতুল প্রসাদ সেনের বিখ্যাত রচনা- ‘মোদের গরব, মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা’।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কার্যসহকারী)-বাংলা

১. 'ঢাকের কাঠি' বাগধারাটির অর্থ কী?

- ক. কপট ব্যক্তি খ. হতভাগ্য
গ. ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘ. মোসাহেব উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ঢাকের কাঠি' বাগধারাটির অর্থ প্রকাশ হয় মোসাহেব দ্বারা। মোসাহেবও একটি বাগধারা।
- ঢাকের কাঠি ও মোসাহেব বাগধারার অর্থ তোষামুদে বা চাটুকার।
- ভিজে বেড়াল, বর্ণচোরা বাগধারার অর্থ কপট ব্যক্তি।
- দহরম মহরম বাগধারার অর্থ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।
- ইঁদুর কপালে, উনপাজুরে, আটকপালে এবং হাড় হাভাতে বাগধারার অর্থ হতভাগ্য।

২. 'সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন। হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন।' উক্তিটি কার?

- ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. শেখ ফজলুল করিম উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন। হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন' উক্তিটি কাজী নজরুল ইসলামের চন্দ্রবিন্দু কাব্য থেকে নেওয়া।
- 'মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই'— উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল কাব্যের 'প্রাণ' কবিতার অন্তর্গত।
- 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী' পঙক্তিটি গোলাম মোস্তফার 'প্রার্থনা' কবিতার অন্তর্ভুক্ত।
- 'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর' বিখ্যাত এই পঙক্তিটি শেখ ফজলুল করিম রচিত।

৩. গ্রিক শব্দ কোনটি?

- ক. তুফান খ. লুঙ্গি
গ. কুশন ঘ. দাম উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তুফান শব্দটি ফারসি।
- লুঙ্গি শব্দটি বর্মি।
- কুশন শব্দটি ফারসি।
- দাম শব্দটি গ্রিক।

৪. সন্ধিঘটিত কোন শব্দটি শুদ্ধ?

- ক. বৃহদংশ খ. জাত্যাভিমান
গ. আদ্যাস্ত ঘ. শিরোচ্ছেদ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বৃহৎ + অংশ = বৃহদংশ শব্দটি সন্ধিঘটিত।
- জাতি + অভিমান = জাত্যাভিমান শব্দটিও সন্ধিঘটিত। কিন্তু অপশনে 'জাত্যাভিমান' ভুল বানান।
- আদি + অন্ত = আদ্যাস্ত শব্দটিও সন্ধিঘটিত। কিন্তু অপশনে 'আদ্যাস্ত' ভুল বানান।
- শিরঃ + ছেদ = শিরোচ্ছেদ শব্দটিও সন্ধিঘটিত। কিন্তু অপশনের 'শিরোচ্ছেদ' ভুল বানান।

৫. কোন বাক্যে সমুচ্চরী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক. ধন অপেক্ষা মান বড়।
খ. তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।
গ. ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে।
ঘ. লেখাপড়া কর, নতুবা ফেল করবে। উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে অব্যয় পদ একটি বাক্যস্থিত পদের সাথে অন্য একটি পদের অথবা একটি বাক্যের সাথে অন্য একটি বাক্যের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে সমুচ্চরী অব্যয় বলে।
- এবং, ও, কিংবা, নতুবা, তবু ইত্যাদি সমুচ্চরী অব্যয়সূচক শব্দ।
- 'লেখাপড়া কর, নতুবা ফেল করবে' বাক্যে 'নতুবা' অব্যয়টি দুটি অংশের অন্তর্গত বিয়োজক অর্থ প্রকাশ করে। তাই এটি সমুচ্চরী অব্যয়।
- 'ঢংঢং ঘণ্টা বাজে' বাক্যটিতে 'ঢংঢং' হলো অনুকার অব্যয়।
- 'তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না' বাক্যটিতে 'দিয়ে' অনুসর্গ অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুসর্গ অব্যয়ের অপর নাম পদান্বয়ী অব্যয়।
- 'ধন অপেক্ষা মান বড়' বাক্যটিতে 'অপেক্ষা' শব্দটিও অনুসর্গ অব্যয়।

৬. মধুসূদন দত্ত রচিত 'বীরঙ্গনা'—

- ক. মহাকাব্য খ. পত্রকাব্য
গ. গীতিকাব্য ঘ. আখ্যান কাব্য উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বীরঙ্গনা' মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত একটি পত্রকাব্য।
- ১৮৬২ সালে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এর পত্র সংখ্যা ১১টি।
- করুণ রসের এই পত্রকাব্যটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা হয়।

- তাঁর রচিত মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য। এটি ১৮৬১ সালে প্রকাশিত।
- তাঁর রচিত গীতিকাব্য ‘ব্রজাঙ্গনা’। এটি ‘রাধা বিরহ’ নামে ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়।
- তাঁর রচিত আখ্যানকাব্য বা কাহিনী কাব্য হলো ‘তিলোত্তমা সম্ভব’। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত কাব্যটি বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য।

৭. শুদ্ধ বাক্যটি নির্দেশ কর—

ক. তাকে নির্বাচিত করা হয়নি।

খ. তাকে নির্বাচন করা হয়নি।

গ. তাকে নির্বাচনের সুযোগ হয়নি।

ঘ. তাকে নির্বাচনে আনীত হয়নি।

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বাক্যটি হলো ‘তাকে নির্বাচিত করা হয়নি’।
- নির্বাচন শব্দটি বিশেষ্য, ‘নির্বাচন’ করা যায় না। ‘নির্বাচনে অংশগ্রহণ’ করা যায়।
- ‘তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে’ এটি কর্মবাচ্যের বাক্য।
- বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রাধান্য পেলে কর্মবাচ্য হয়।

৮. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ?

ক. পাঠক

খ. প্রবীণ

গ. সুহৃদ

ঘ. হস্তী

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যোগরূঢ়: সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশেষ অর্থগ্রহণ করে তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন- জলধি, শব্দটি ‘জল ধারণ করে এমন’ অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র সমুদ্র অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
- সুহৃদ শব্দের অর্থ ‘সুন্দর হৃদয় যার’। কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ বন্ধু। তাই এটি যোগরূঢ় শব্দ।
- পঠ + অক = পাঠক অর্থ পাঠ করে যে। এর উৎপত্তিগত এবং ব্যবহারিক অর্থ একই হাওয়ায় এটি যৌগিক শব্দ।
- হস্তী ও প্রবীণ রুঢ়ি শব্দ। যে শব্দগুলো প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অনুগামী না হয়ে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাদের রুঢ়ি শব্দ বলে। হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ হস্ত আছে যার। কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশু বোঝায়। তেমনি প্রবীণ অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে

বীণা বাজাতে পারেন যিনি না হয়ে এর অর্থ ‘অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি’।

৯. ‘গুলিস্তা’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

ক. এস ওয়াজেদ আলী

খ. ফররুখ আহমদ

গ. সিকান্দার আবু জাফর

ঘ. মাওলানা আকরম খাঁ

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘গুলিস্তা’ পত্রিকাটির সম্পাদক এস. ওয়াজেদ আলী। পত্রিকাটি ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।
- সিকান্দার আবু জাফর ১৯৫৭ সালে ‘সমকাল’ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।
- মাওলানা আকরাম খাঁ ‘দৈনিক আজাদ’ এবং ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন।
- ফররুখ আহমদ ১৯৪৫ সালে ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১০. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়?

ক. আন

খ. আই

গ. আল

ঘ. আও

উত্তর: ঘ,খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ধাতুর পর ‘আও’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন- $\sqrt{\text{পাকড়}} + \text{আও} = \text{পাকড়াও}$, $\sqrt{\text{জড়}} + \text{আও} = \text{চড়াও}$ ।
- বিশেষ্য গঠনে প্রয়োজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে আন প্রত্যয় হয়। যেমন- চাল + আন = চালান, মান + আন = মানান।
- আল প্রত্যয়যুক্ত শব্দ $\sqrt{\text{মাত}} + \text{আল} = \text{মাতাল}$, $\sqrt{\text{মিশ}} + \text{আল} = \text{মিশাল}$ ।
- ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ‘আই’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন- $\sqrt{\text{সিল}} + \text{আই} = \text{সিলাই/ সেলাই}$, $\sqrt{\text{চড়}} + \text{আই} = \text{চড়াই}$ ।
- অতএব, আই এবং আও দুটিই সঠিক উত্তর।

১১. “মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ” বাক্যে ‘মরি মরি’ কোন শ্রেণীর অব্যয়?

ক. সমুচ্চরী

খ. অনশ্বরী

গ. পদাশ্বরী

ঘ. অনুকার

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন অর্থ/ ভাব প্রকাশে

ব্যবহৃত হয় তাদের অনন্যস্বী অব্যয় বলে। যেমন-
উচ্ছ্বাস প্রকাশে = মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাবের
রূপ! বিরক্তি প্রকাশে = ছি ছি! তুমি এত নীচ!

- যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সাথে অন্য বাক্য
অথবা একটি পদের সাথে অন্যপদের সংযোজন,
বিশেষ্য বা সংকোচন ঘটায় তাকে সমুচ্চরী অব্যয়
বলে। যেমন- হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য
দায়ী।
- যে সকল অব্যয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির
ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে তাদের
অনুসর্গ অব্যয় বা পদান্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন-
তাকে দিয়ে একাজ হবে না।
- যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির
অনুকরণে গঠিত হয় সেগুলোকে অনুকার বা
ধ্বন্যাভ্যাক অব্যয় বলে। যেমন- শ্রোতের ধ্বনি =
কলকল, মেঘের গর্জন = গড় গড়।

১২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম কী?

ক. নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী
খ. মধুসূদন ও কুমুদিনী
গ. গোবিন্দলাল ও রোহিণী
ঘ. সুরেশ ও অচলা

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত
একটি সামাজিক উপন্যাস। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত
এই উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র হলো-
গোবিন্দলাল ও রোহিণী।
- ‘নগেন্দ্রনাথ’ ও ‘কুন্দনন্দিনী’ চরিত্র দুটি তারই
রচিত সামাজিক উপন্যাস ‘বিষবৃক্ষের’ প্রধান
চরিত্র।
- ‘মধুসূদন ও কুমুদিনী’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত
‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র।
- ‘সুরেশ’ ও ‘অচলা’ হলো শরৎচন্দ্র রচিত ‘গৃহদাহ’
উপন্যাসের প্রধান চরিত্র।

১৩. ‘গোস্বামীর সহিত বিচার’ প্রশ্নের লেখক কে?

ক. বিদ্যাপতি খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. শ্রীকর নন্দী

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাবলম্বী জনৈক গোস্বামী রাজা
রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে বই লিখেন। এই
বইয়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রামমোহন রায় রচনা
করেন “গোস্বামীর সহিত বিচার”।

■ বিদ্যাপতি ছিলেন বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম
অবাঙালি কবি। তিনি বাংলা ও মৈথিলি ভাষার
মিশ্রণ ‘ব্রজবুলি’ ভাষায় লিখতেন।

- ঈশ্বরচন্দ্র রচিত মৌলিক গ্রন্থ- ব্রজবিলাস, রত্ন-
পরীক্ষা, আত্মচরিত, অতি অল্প হইলো।
- শ্রীকর নন্দী ছিলেন মধ্যযুগীয় বাঙালি কবি। তিনি
প্রথম বাংলা ভাষায় ‘জৈমিনি ভারত’ অনুবাদ করেন।

১৪. ‘পদ্ম’ ও ‘পুষ্প’ এর সমার্থক শব্দ কোনগুলো?

ক. অরবিন্দ, প্রসূন খ. কমল, পিতাংগু
গ. নলিনী, শশধর ঘ. ফুল, কামিনী

- পদ্ম এর সমার্থক শব্দগুলো হলো- পঙ্কজ, অরবিন্দ,
রাজীব, উৎপল, কমল, কুমুদ, কুবলয়, শতদল,
তামরস, নলিনী, কোকনদ, সরোজ এবং পুষ্প।
- পুষ্প এর সমার্থক- প্রসূন, কুসুম, ফুল, রঙ্গন।
- পিতাংগু শব্দ নেই। তবে সিংহাংগু অর্থ চন্দ্র।
- শশধর অর্থ- চন্দ্র, সুধাংগু, হিঙ্কর, বিধু, সিংহাংগু,
শশাঙ্ক, সোম, মৃগাঙ্ক ইত্যাদি।
- কামিনী অর্থ নারী, পত্নী।

১৫. ‘ব্যক্ত প্রেম’ ও ‘গুপ্ত প্রেম’ কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

ক. খেয়া খ. মানসী
গ. কল্পনা ঘ. সোনার তরী

উত্তর: খ

- ‘মানসী’ কাব্য গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত
১৮৯০ সালে প্রকাশিত। ‘ব্যক্ত প্রেম’ ও ‘গুপ্ত প্রেম’
এই কাব্যের অন্যতম কবিতা। এই কাব্যের আরও
কয়েকটি কবিতা- নিষ্ফল উপহার, দূরন্ত আশা,
মেঘদূত, অপেক্ষা, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি।
- ‘খেয়া’ কাব্যটি ১৯০৬ সালে প্রকাশিত। এই
কাব্যের কবিতা- পথের শেষ, বিদায়, দীঘি,
আগমন, জাগরণ ইত্যাদি।
- ‘সোনার তরী’ কাব্যটি ১৮৯৪ সালে রচিত। এই
কাব্যের কবিতা- সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা,
হিংটিং ছট ইত্যাদি।
- কল্পনা কাব্যটি ১৯০০ সালে রচিত। এই কাব্যের
কবিতা- দুঃসময়, বর্ষামঙ্গল, স্বপ্ন স্পর্ধা, মার্জনা,
পিয়াসী, আশা ইত্যাদি।

১৬. ‘বক্ষ > বইক্খ’ কী ধরনের ধ্বনির পবিত্রতনের উদাহরণ:

ক. বিপ্রকর্ষ খ. অপিনিহিত
গ. অভিশ্রুতি ঘ. ধ্বনি বিপর্যয়

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন- আজি = আইজ, সত্য = সইত্য।
- বক্ষ > বইকখ অপিনিহিতির উদাহরণ।
- সংযুক্ত ব্যঞ্জনে ধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসলে তাকে বিপ্রকর্ষ/মধ্য স্বরাগম/স্বরভক্তি বলে। যেমন- রত্ন > রতন, ফিল্ম > ফিলিম।
- বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন- শূনিয়া > শুনে, মাছুয়া > মেছো।
- শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন- বাকস > বাসক, রিকসা > রিসকা।

১৭. নিচের কোন বানানটি সঠিক?

- ক. বৈদ্যুতীকরণ খ. বৈদ্যুতিকরণ
গ. বিদ্যুতকরণ ঘ. বিদ্যুতিকরণ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বানানটি হলো- বৈদ্যুতিকরণ। বিদ্যুৎ-এর ক্রিয়াবাচক রূপ বিদ্যুৎ প্রেরণ বা বৈদ্যুতিকরণ।
- আরও কয়েকটি শুদ্ধ বানান- মনীষী, সমীচীন, দুরবস্থা, মুমূর্ষু, কর্ণেল, অধ্যবসায়, মুহূর্মুহ, পিপীলিকা, বিভীষিকা ইত্যাদি।

১৮. 'ব্রহ্মপুত্র' এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?

- ক. ব্রোমহোপুত্রো
খ. ব্রোমোপুত্রো
গ. ব্রমহোপুত্রো
ঘ. ব্রমোপুত্রো উত্তর: Note

[Note: ব্রোমহোপুত্রো]

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- হ + ম = ক্ষ যুক্ত ব্যঞ্জনটি কোনো শব্দে ব্যবহার হলে সঠিক উচ্চারণে আগে ম এবং পরে হ উচ্চারিত হয়। যেমন- ব্রাহ্মণ → ব্রাহ্মহোন্, ব্রহ্মা → ব্রোম্হা, ব্রহ্মপুত্র → ব্রোম্হোপুত্রো।
- ব্রহ্মপুত্র → ব্রোমহোপুত্রো। তাই অপশনে সঠিক উত্তর নেই।

- আরও কিছু সঠিক উচ্চারণ- অধ্যক্ষ → ওদধোক্খো, কর্তব্য → কর্তোব্বো, গ্রাহ্য → গ্রাজ্ঝো ইত্যাদি।

১৯. 'বর্তুল স্বর' কীভাবে উচ্চারিত হয়?

- ক. উচ্চারণে ঠোঁট সবচেয়ে বেশি খোলা থাকে
খ. উচ্চারণে ঠোঁট মাঝামাঝি খোলা থাকে
গ. উচ্চারণে ঠোঁট সবচেয়ে কম খোলা থাকে
ঘ. উচ্চারণে ঠোঁট গোল হয় উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বর্তুল শব্দের অর্থ সংকুচিত। ঠোঁটের আকার অনুসারে যে সকল ধ্বনি সংকুচিত উচ্চারণ হয় এবং উচ্চারণের সময় ঠোঁট গোল হয় তাকে বর্তুল স্বর বলে। যেমন- উ, ও এবং অ বর্তুল স্বর।
- বিবৃত উচ্চারণে ঠোঁট সবচেয়ে বেশি খোলা থাকে।
- সংবৃত উচ্চারণে ঠোঁট সবচেয়ে কম খোলা থাকে।

২০. 'করাল' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

- ক. সৌম্য খ. হৃদয়
গ. হ্রাস ঘ. সুশ্রী উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- করাল এর বিপরীত শব্দ সৌম্য।
- হ্রাস এর বিপরীত শব্দ বৃদ্ধি।
- সুশ্রী এর বিপরীত শব্দ বিশ্রী।
- হৃদয় এর বিপরীত শব্দ অহৃদয়।
- আরও কয়েকটি বিপরীত শব্দ হলো-
আদি = অন্ত, মহাজন = খাতক, অলীক = বাস্তব,
অর্থী = প্রত্যর্থী, কর্কশ = কোমল, জরা = যৌবন,
ঢের = অল্প ইত্যাদি।

২১. তিনি রাগে গরগর করছেন?

- ক. He is burning with anger
খ. He is shouting in rage
গ. He is bursting into anger
ঘ. He is boiling with rage উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Burst into অর্থ ফেটে পড়া। 'তিনি রাগে গরগর করছেন' এর সঠিক অনুবাদ He is bursting into anger.
- He is burning with anger অর্থ সে রাগে জ্বলছে।
- He is shooting in rage অর্থ সে রাগে চিৎকার করছে।
- He is boiling with rage অর্থ সে রাগে ফুটছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (হিসাব সহকারী)-বাংলা

১. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?

- ক. শশব্যস্ত খ. কালচক্র
গ. পরাণপাখি ঘ. বহুব্রীহি উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: শশের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত।
- উপমান কর্মধারয় সমাসে একটি বিশেষ্য পদ এবং অপরটি বিশেষণ পদ থাকে।
- এই সমাসের কয়েকটি উদাহরণ হলো:
 - * তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র
 - * কুসুমের ন্যায় কোমল = কুসুমকোমল
 - * কচুর মতের কাটা = কচুকাটা
- অপরদিকে, পরাণপাখি = পরাণ রূপ পাখি, এটি রূপক কর্মধারয় সমাস।
- কাল রূপ চক্র = কালচক্র, রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ।
- বহুব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ।

২. সাধুরীতি ও চলিতরীতির পার্থক্য কোন পদে বেশি?

- ক. ক্রিয়া ও অব্যয় খ. অব্যয় ও ক্রিয়া
গ. সর্বনাম ও বিশেষ্য ঘ. ক্রিয়া ও সর্বনাম উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধু ও চলিতরীতির পার্থক্য বেশি দেখা যায় ক্রিয়া ও সর্বনাম পদে।
- সাধু ও চলিতরীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের উদাহরণ হলো:

সর্বনাম		ক্রিয়া	
সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
উহা	ওটা/ও	হউক	হোক
কেহ	কেউ	হইয়া	হয়ে
যাহা	যা	আসিয়া	এসে
ইহাদের	এদের	ফুটিয়া	ফুটে

- সাধু রীতি ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে কিন্তু চলিত রীতি পরিবর্তনশীল।
- সাধুরীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল কিন্তু চলিত রীতি তদ্ভব শব্দ বহুল।
- সাধু রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় অনুপযোগী কিন্তু চলিত রীতি এক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযোগী।

৩. 'গাছপাথর' বাগধারার অর্থ কি?

- ক. বাড়াবাড়ি খ. প্রাচীন বস্তু
গ. হিসাব নিকাশ ঘ. অসম্ভব বস্তু উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'গাছপাথর' বাগধারাটির অর্থ হলো হিসাব নিকাশ।
- 'আঠার আনা' বাগধারার অর্থ বাড়াবাড়ি।
- 'অক্ষয় বট' বাগধারার অর্থ হলো প্রাচীন ব্যক্তি।
- 'কাঁঠালের আমসত্ব' এর অর্থ হচ্ছে অসম্ভব বস্তু।

৪. 'বাবা ছেলের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন'- এই পরোক্ষ উক্তির প্রত্যক্ষরূপ হবে?

- ক. বাবা ছেলেকে বললেন, বাবা তুমি দীর্ঘজীবী হও।
খ. বাবা ছেলেকে বললেন যে, তোমার দীর্ঘায়ু হোক।
গ. বাবা ছেলেকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী হও'।
ঘ. বাবা ছেলেকে বললেন যে, আমি তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি। উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বাবা ছেলের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন'- এটি পরোক্ষ উক্তি। এর প্রত্যক্ষ রূপ হলো: বাবা ছেলেকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী হও'।
- কোনো কথকের বাক কর্মের নামই উক্তি। উক্তি দুই প্রকার। যথা: প্রত্যক্ষ উক্তি এবং পরোক্ষ উক্তি।
- প্রার্থনা সূচক বাক্যের প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে খন্ডবাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন: তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি সফল হও'।
- বাক্যটির পরোক্ষ রূপ হলো: তিনি আমার সফলতা কামনা করলেন।
- পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায় এবং বাক্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তিতে ব্যবহৃত বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়।

৫. 'বিকল' শব্দের 'বি' কোন শ্রেণির উপসর্গ?

- ক. ফারসি খ. সংস্কৃত
গ. বাংলা ঘ. হিন্দি উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রশ্নে উল্লিখিত 'বিকল' শব্দের স্থলে 'বিফল' শব্দটি সংযুক্ত হবে।
- 'বিফল' শব্দটি 'বি' উপসর্গযোগে গঠিত হয়েছে। 'বি' একই সাথে বাংলা এবং সংস্কৃত উপসর্গের অন্তর্ভুক্ত। তবে বাংলা শব্দের আগে বসলে এটি

সমীভবন। যেমন: জন্ম > জন্ম, দুর্গা > দুর্গা ইত্যাদি।

- শব্দ মধ্যে কোনো কোনো সময় কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহার করা হয়, তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন: কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা ইত্যাদি।

১০. তামুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?

ক. জসীমউদ্দীন খ. ফররুখ আহমদ
গ. আবুল হাসান ঘ. শহীদ কদরী উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পল্লীকবি জসীমউদ্দীন ১ জানুয়ারি, ১৯০৩ সালে ফরিদপুরের তামুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর প্রকৃত নাম-মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন মোল্লা। ছদ্মনাম- জসীম উদ্দীন মোল্লা।
- তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে: ‘রাখালী’, ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’ (১৯২৯), ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’, ‘ধানক্ষেত’, ‘বালুচর’ প্রভৃতি।
- তাঁর বিখ্যাত নাটক হলো: ‘বেদের মেয়ে’, ‘মধুমালী’, ‘পদ্মপাড়’ ইত্যাদি।
- তাঁর আত্মজীবনী নাম ‘জীবনকথা’ এবং স্মৃতিকথা বিষয়ক গ্রন্থ হলো: ‘যাদের দেখেছি’, ‘ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়’।
- ‘বোবাকাহিনী’ হলো তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর গানের সংকলন গুলো হলো: ‘রঙ্গিলা নায়ের মাঝি’, ‘গানের পাড়’, ‘জারিগান’।

১১. অর্থের অপকর্ষ ঘটেনি কোন শব্দে?

ক. অর্বাচীন খ. বিরক্ত
গ. ইতর ঘ. উৎসাহ উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোন শব্দের অর্থ আগে উৎকর্ষসূচক হলেও পরবর্তীকালে তার দ্বারা হীন বা তুচ্ছ বস্তুকে বোঝালে তাকে অর্থের অপকর্ষ বা অর্থের অবনতি বলে। যেমন: অর্বাচীন, বিরক্ত, ইতর ইত্যাদি।
- অর্বাচীন শব্দের আদি অর্থ হলো যা প্রাচীন নয় কিন্তু অর্থের অপকর্ষের ফলে এর ব্যবহারিক অর্থ দাড়িয়েছে মূর্খ।
- বিরক্ত শব্দের আদি অর্থ অনুরাগহীন কিন্তু অপকর্ষের ফলে এর অর্থ দাড়িয়েছে অসন্তুষ্ট।
- ইতর এর মূল অর্থ হলো অপর বা ভিন্ন কিন্তু অপকর্ষের ফলে এর ব্যবহারিক অর্থ নীচ বা অধম।

- অপরদিকে, উৎসাহ শব্দের মূল এবং ব্যবহারিক অর্থ হলো আগ্রহ বা উদ্দীপনা। সুতরাং এতে অর্থের অপকর্ষ ঘটে নি।

১২. “ও কি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে —।” চরণটি শূন্যস্থানে কী হবে?

ক. বেদনা মজলুমের
খ. জীবনের আজহারি
গ. মৃত্যুর জয়ভেরী
ঘ. মরনের রোনাজারী উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- “ও কি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী”। চরণটি ফররুখ আহমেদ রচিত ‘পাঞ্জেরি’ কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে।
- ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম রেনেসাঁর কবি হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত।
- ‘পাঞ্জেরি’ কবিতাটি তাঁর প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ‘সাত সাগরের মাঝি’ এর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।
- ‘পাঞ্জেরি’ কবিতাটি একটি রূপক কবিতা। পাঞ্জেরি একটি ফারসি শব্দ। এর অর্থ হলো পথনির্দেশক।
- কবিতাটিতে কবি পাঞ্জেরি বলতে বুঝিয়েছেন স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী কোটি মানুষের সুযোগ্য নেতাকে।

১৩. ‘দ্বীপ’ এর ব্যাস বাক্য—

ক. চারদিকে জল যার খ. দুদিকে আবদ্ধ জল যার
গ. দুদিকে অপ যার ঘ. দ্বীপের মত উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দু দিকে অপ যার = দ্বীপ। এটি নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ।
- যে সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন পদকে বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ।
- বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।
- তবে এ নিয়মের বাইরে গিয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয় থাকে নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:
 - * অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ
 - * নরাকারের পশুয়ে = নরপশু
 - * পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ
 - * জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবনমৃত

১৪. ‘উৎকর্ষতা’ শব্দটি অশুদ্ধ কেন?

ক. ঋ-ত্ব বিধানজনিত খ. প্রত্যয়জনিত
গ. উপসর্গ জনিত ঘ. সন্ধি জনিত উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘উৎকর্ষতা’ শব্দটি প্রত্যয়জনিত কারণে অশুদ্ধ এর শুদ্ধ রূপ হলো উৎকর্ষ।
- ‘উৎকর্ষ’ একটি বিশেষ্য পদ যার অর্থ শ্রেষ্ঠতা বা উন্নতি বা বুদ্ধি। এর বিশেষণ রূপ হলো উৎকৃষ্টতা।
- ‘উৎকর্ষ’ এর সাথে ‘তা’ প্রত্যয় যুক্ত করে বিশেষণে রূপান্তর করলে এটি অশুদ্ধ হবে।
- প্রত্যয়-ঘটিত কারণে অশুদ্ধ কিছু শব্দের উদাহরণ হলো: আলসতা, দারিদ্রতা, ঐক্যতা, সখ্যতা, সৃজিত, ভাগ্যমান, সৌজন্যতা, শমতা, প্রবুধ্য প্রভৃতি।
- এগুলোর শুদ্ধরূপ: আলস্য, দারিদ্র, ঐক্য, সখ্য, সৃষ্টি, ভাগ্যবান, সৌজন্য, শম, প্রযোজ্য।

১৫. ‘এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো’- এ বাক্যে কোন ধরনের?

ক. অনুজ্ঞাবাচক খ. নির্দেশাত্মক
গ. বিস্ময়বোধক ঘ. প্রশ্নবোধক উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো’- এটি নির্দেশাত্মক বা বিবৃতিমূলক বা বর্ণনামূলক বাক্য।
- যে বাক্যের দ্বারা কোন কিছু সম্পর্কে সাধারণ বিবৃতি বা বিবরণ দেওয়া হয় তাকে নির্দেশাত্মক বাক্য বলে। এটি দুই প্রকার: হ্যাঁ বোধক এবং না বোধক।
- বিবৃতিমূলক বাক্যের কিছু উদাহরণ হলো:
ক. আমরা তোমাদের ভুলব না (না সূচক)।
খ. সে ঢাকা যাবে (হ্যাঁ সূচক)।
- অপরদিকে, যে বাক্য দ্বারা আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ ইত্যাদি বুঝায় তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যেমন: বল বীর বল উন্নত মম শির।
- যে বাক্য দ্বারা মানুষের মনের আবেগ প্রকাশিত হয় তাকে বিস্ময়বোধক বাক্য বলে। যেমন: হে সিন্ধু! বন্ধু মোর মজিনু তব রূপে।
- যে বাক্যে কোন কিছু জানতে চাওয়া হয় তাকে প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসা সূচক বাক্য বলে। যেমন: কোথায় যাচ্ছ এই অবেলায়?

১৬. ‘গড্ডালিকা প্রবাহ’ বাগধারাটিতে ‘গড্ডল’ শব্দের অর্থ কী?

ক. শ্রোত খ. সময়
গ. ভেড়া ঘ. নদী উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘গড্ডালিকা’ শব্দের শুদ্ধ রূপ হলো ‘গড্ডলিকা’।
- ‘গড্ডলিকা প্রবাহ’ একটি বাগধারা। এর অর্থ হলো অন্ধ অনুসরণ।
- এখানে ‘গড্ডল’ শব্দের অর্থ অর্থ ভেড়া। প্রকৃতপক্ষে গড্ডল বলতে ভেড়ার দলের সামনের ভেড়াটিকে বোঝায় যাকে বাকি ভেড়ারা অনুসরণ করে।
- এই ‘গড্ডল’ শব্দ থেকে বাংলা ‘গাড়ল’ শব্দটি এসেছে। গাড়ল অর্থ বোকা।
- ইংরেজিতে এই নামে একটি Phrase রয়েছে। সেটি হলো: ‘A flock of sheep’।

১৭. ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ এর লেখক কে?

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য
খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. সমরেশ মজুমদার উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ (১৯৬১) জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। এটি কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।
- এর কিছু কবিতা হলো: যতিহীন, তোমাকে, আমাকে একটি কথা দাও, সময়-সেতু-পথ ইত্যাদি।
- তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো ‘ঝরাপালক’ (১৯২৭)। অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হলো: ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, ‘বনলতা সেন’, ‘রূপসী বাংলা’, ‘মহাপৃথিবী’ ইত্যাদি।
- তাঁর ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে চিত্ররূপময় কবি বলে আখ্যায়িত করেন।
- বুদ্ধদেব বসু তাঁকে ‘নির্জনতম কবি’ এবং অনুদাশঙ্কর রায় তাকে শুদ্ধতম কবি বলে আখ্যায়িত করেন।
- তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ হলো ‘কবিতার কথা’ এবং উপন্যাস: ‘মাল্যবান’, ‘সতীর্থ’, ‘কল্যাণী’।

১৮. ‘দুরুহ’ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ–

ক. দুঃ + উহ্ খ. দুঃ + রুহ
গ. দুর + উহ ঘ. দুর + হ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দুঃ + উহ্ = দুরুহ শব্দটি বিসর্গ সন্ধি সাধিত।
- বিসর্গ সন্ধিসাধিত কিছু শব্দ–
নমঃ + কার = নমস্কার
আবিঃ + কার = আবিষ্কার
দুঃ + স্থ = দুঃস্থ
দুঃ + কর = দুষ্কর
নিঃ + চর = নিশ্চয়
শিরঃ + ছেদ = শিরচ্ছেদ
নিঃ + রস = নীরস

১৯. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

ক. দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা।
খ. তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব না।
গ. সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
ঘ. সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত। উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- “দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা” বাক্যটি সঠিক। দরিদ্র এবং দারিদ্রতা ভুল প্রয়োগ হয়।
- ‘তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়’ বাক্যে গোপনীয় হলে সঠিক হতো।
- ‘সলজ্জিত’ হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল’ বাক্যে লজ্জিত হলে সঠিক হতো।

- ‘সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত’ বাক্যে বাহুল্য হলে সঠিক হতো।

২০. নিচের কোনটি অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি?

ক. চ খ. ঠ
গ. ভ ঘ. ছ উত্তর: খ, ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরসত্ত্বী অনুরণিত হয় না। এগুলোকে অঘোষ ধ্বনি বলে। ‘ঠ’, ‘ছ’ অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।
- ব্যঞ্জনে বর্ণের বর্ণীয় ধ্বনির প্রথম দুটি অঘোষ এবং শেষ তিনটি ঘোষ ধ্বনি।
- বর্ণীয় ধ্বনি প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণ ধ্বনি, দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ ধ্বনি এবং পঞ্চম বর্ণ নাসিক্য ধ্বনি।
- চ অঘোষ অল্পপ্রাণ, ঙ ঘোষ মহাপ্রাণ।

২১. সজীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?

ক. শনিবারের চিঠি খ. রবিবারের ডাক
গ. বঙ্গদর্শন ঘ. বিজলি উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শনিবারের চিঠি সম্পাদনা করেন সজীকান্ত দাস।
- রবিবারের ডাক নামে পত্রিকা নেই।
- বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এটি ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়।
- বিজলি পত্রিকার সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা।

হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় (নিরীক্ষক)-বাংলা

১. কোন রাজ বংশের আমলে ‘চর্যাপদ’ রচনা শুরু হয়?

ক. পাল খ. সেন
গ. মোগল ঘ. তুর্কি উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চর্যাপদ রচিত হয় পাল রাজবংশের আমলে। এর রচয়িতা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ। এতে বিধৃত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকথা।
- এটি রচিত হয় ৬৫০-১২০০ সালে (ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে)।
- ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।
- ১৯১৬ সালে তার সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

- চর্যাপদে ৫০/৫১টি পদ রয়েছে। যার মধ্যে সাড়ে ৪৬টি পাওয়া গেছে।
- চর্যাপদের পদকর্তা ২৩/২৪ জন।

২. ‘স্বাধীন’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. স + অধিন খ. শ + অধিন
গ. স্ব + অধিন ঘ. স্ব + অধীন উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্ব + অধীন = স্বাধীন শব্দটি সন্ধি সাধিত। এটি বিশেষণ পদ। এর অর্থ স্বতন্ত্র বা নিজের অধীন।
- আরও কয়েকটি সন্ধি বিচ্ছেদ–
দিক + অন্ত = দিগন্ত
শিরঃ + ছেদ = শিরচ্ছেদ
নিঃ + রস = নীরস
আদি + অন্ত = আদ্যন্ত

আবিঃ + কার = আবিষ্কার

গৈ + অক = গায়ক

৩. ‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যের রচয়িতা কে?

ক. তালিম হোসেন খ. ফররুখ আহমদ
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. আবুল হোসেন উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যের রচয়িতা ফররুখ আহমদ। কাব্যটি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।
- তার বিখ্যাত কাব্যগুলো হলো- সাত সাগরের মাঝি, নৌফেল ও হাতেম, হাতেমতায়ী, মুহূর্তের কবিতা, সিন্দাবাদ।
- তার বিখ্যাত কবিতা ‘পাঞ্জেরী’।
- তালীম হোসেনের কাব্যগ্রন্থ- দিশারী, শাহীন নূরের জাহাজ।
- গোলাম মোস্তফার কাব্যগ্রন্থ- রক্তরাগ, সাহারা, গুলিস্তান, বনী আদম, বুলবুলিস্তান, খোশরোজ কিশোর ইত্যাদি।
- আবুল হোসেনের কাব্যগ্রন্থ- বিরস সংলাপ, হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস, দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে, রাজকাহিনী, এখনও সময় আছে।

৪. বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?

ক. কথোপকথন উত্তর: ক
খ. চর্যাপদ
গ. মঙ্গলকাব্য
ঘ. আলালের ঘরের দুলাল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কথোপকথন। এটি বাংলা ভাষার কথ্যরীতির প্রথম নিদর্শন। ১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরী গ্রন্থটি রচনা করেন।
- চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। এর রচয়িতা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ। কাব্যটি ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন।
- মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা। মঙ্গলকাব্যের আদি গ্রন্থ মনসা মঙ্গল।
- ‘আলালের ঘরের দুলাল’ প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস।

৫. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কবে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি দেওয়া হয়?

ক. ১৮৫১ সালে খ. ১৮৪৭ সালে
গ. ১৮৩৯ সালে ঘ. ১৯৪১ সালে উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি দেওয়া হয় ১৮৩৯ সালে। ১৯ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজ হতে এই উপাধি পান।
- আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক তিনি।
- বাংলা গদ্যে ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ গ্রন্থে প্রথম যতি চিহ্নের ব্যবহার করেন।
- তার রচিত গ্রন্থ- প্রভাবতী সম্ভাষণ, শকুন্তলা, জীবন চরিত, ভ্রান্তিবিলাস, বোধোদয় ইত্যাদি।

৬. কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমের কাব্য কোনটি?

ক. ফণিমনসা খ. বনগীতি
গ. দোলনচাঁপা ঘ. গানের মালা উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমের কাব্য দোলনচাঁপা। কাব্যটি তিনি রাজবন্দী থাকা অবস্থায় ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। তার স্ত্রী দুলির নামে এর নামকরণ করেন। এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা ‘আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’।
- ‘ফণিমনসা’ কাব্যটি ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ২৩টি কবিতা রয়েছে। তার এই কবিতাটি বিদ্রোহ প্রধান।
- ‘বনগীতি’ নজরুলের সংগীতগ্রন্থ। এটি ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়।
- ‘গানের মালা’ গ্রন্থটিও তার সংগীতগ্রন্থ। এটি ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. তামুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?

ক. জসীমউদ্দীন খ. ফররুখ আহমদ
গ. আবুল হোসেন ঘ. শহীদ কাদরী উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কবি জসীম উদ্দীন ১৯০৩ সালে ফরিদপুর জেলার তামুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বিখ্যাত রচনা নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট।
- ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালে মাগুরা জেলার মাঝাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা- সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম মুনীরা, হাতেম তায়ী, মুহূর্তের কবিতা।
- আবুল হোসেন ১৯২২ সালে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা- বিরস সংলাপ, নববসন্ত।
- শহীদ কাদরীর জন্ম ১৯৪২ সালে কলকাতায়। তার বিখ্যাত রচনা- উত্তরাধিকার, তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা।

৮. ‘উনকোটি চৌষষ্টি’-এ বাগধারার অর্থ কী?

ক. অপদার্থ খ. পাগলামি
গ. অপব্যয়ী ঘ. প্রায় সম্পূর্ণ উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উনকোটি চৌষষ্টি বাগধারার অর্থ প্রায় সম্পূর্ণ।
- আমড়া কাঠের টেকি অর্থ অপদার্থ।
- উড়নচণ্ডী অর্থ অপব্যয়ী।
- উনপঞ্চাশ বায়ু অর্থ পাগলামি।
- আরও কয়েকটি বাগধারা হলো-
আট কপালে = হতভাগ্য
পান্তা ভাতে ঘি = অপচয়
উত্তম মধ্যম = প্রহার
অক্লা পাওয়া = মারা যাওয়া
কাক ভূষন্ডি = দীর্ঘায়ু ব্যক্তি।

৯. ‘তপোবন’ কোন সমাস?

ক. দ্বন্দ্ব খ. চতুর্থী তৎপুরুষ
গ. প্রাদি ঘ. বহুব্রীহি উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তপস্যার নিমিত্তে বন = তপোবন শব্দটি চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস। চতুর্থী বিভক্তি লোপে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়ে পাগলা।
- যে সমাসে উভয়পদ প্রধান থাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- বাবা ও মা = বাবা-মা, হাট ও বাজার = হাট-বাজার।
- প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতির সঙ্গে কৃতপ্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের যে সমাস হয় তাকে প্রাদি সমাস বলে। যেমন- প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ।
- যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ প্রাধান্য না পেয়ে ভিন্ন অর্থ হয় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন- নদী মাতা যার = নদী মাতৃক; মহান আত্মা যার = মহাত্মা।

১০. ধাতুর পরে কোন প্রত্যয় যুক্ত হলে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়?

ক. আই খ. আল
গ. আন ঘ. আও উত্তর: ক, ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধাতুর পরে আই এবং আও প্রত্যয়যুক্ত হয়ে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়। যেমন- $\sqrt{\text{চড়}}$ + আই = চড়াই, $\sqrt{\text{সিল}}$ + আই = সেলাই; $\sqrt{\text{চড়}}$ + আও = চড়াও; $\sqrt{\text{পাকড়}}$ + আও = পাকড়াও।

- বিশেষ্য গঠনে প্রয়োজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পর আন/ আনো প্রত্যয় হয়। যেমন- চাল + আন = চালান, মান + আন = মানান।

- আল প্রত্যয় যুক্ত শব্দ- মাত্ + আল = মাতাল, মিশ্ + আল = মিশাল।

১১. নিচের কোন শব্দটি অশুদ্ধ?

ক. সুকেশী খ. সুকেশা
গ. সুকেশীনী ঘ. সুকেশিনী উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সুকেশ এর নারীবাচক শুদ্ধ শব্দ হলো সুকেশী, সুকেশা, সুকেশিনী। কিন্তু সুকেশীনী বানানটি ভুল।
- আরও কিছু কিছু শুদ্ধ বানান- কামিনী, ব্রাহ্মণ, মনীষী, মুমূর্ষু, সমীচীন, বিভীষিকা, দূরবস্থা, কল্যাণী, কৃষিজীবী।

১২. বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা উপসর্গ কয়টি?

ক. ২২টি খ. ২১টি
গ. ২০টি ঘ. ১৯টি উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে ২১টি। যথা- অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।
- তৎসম উপসর্গ ২০টি। যথা- প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দূর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।
- বাংলা ভাষায় কয়েকটি বিদেশী উপসর্গ রয়েছে। যথা-
ফারসি: দর, কার, নিম, ফি, না, বে, বদ।
আরবি: আম, খাস, লা, গর।
ইংরেজি: ফুল, হাফ, হেড, সাব।

১৩. ‘ঋকু’ শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

ক. উষ্কত খ. বক্র
গ. সুষম ঘ. স্পষ্ট উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ঋকু অর্থ সোজা। এর বিপরীত শব্দ বক্র।
- স্পষ্ট এর বিপরীত অস্পষ্ট, সুষম এর বিপরীত অসম, উন্নত এর বিপরীত অবনত।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ- অমৃত = গরল, বিরত = নিরত, ব্যর্থ = সার্থক, মহাজন = খাতক, উপর = অধঃ, বিজর্জন = আবাহন, আকুঞ্জন = প্রসারণ।

১৪. ‘পান করার যোগ্য’- এক কথায় কী হবে?

ক. পানীয়

খ. পিপাসা

গ. তৃষ্ণা

ঘ. পেয়

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পান করার যোগ্য = পেয়।
- যোগ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ-
খাওয়ার যোগ্য = খাদ্য
চেটে খাওয়ার যোগ্য = লেহ্য
চুষে খাওয়ার যোগ্য = চুষ্য
পাঠ করার যোগ্য = পাঠ্য
ক্ষমার যোগ্য = ক্ষমার্হ
জানার যোগ্য = জ্ঞাতব্য
বরণ করার যোগ্য = বরণ্য
রন্ধনের যোগ্য = পাচক।

১৫. ‘বাবাকে বড্ড ভয় পাই’ এখানে ‘বাবাকে’ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক. কর্মে দ্বিতীয়া

খ. অপাদানে দ্বিতীয়া

গ. কর্মে চতুর্থী

ঘ. অপাদানে পঞ্চমী উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘বাবাকে বড্ড ভয় পাই’ এখানে ‘বাবাকে’ অপাদানে কারকে ২য়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে।
- যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত, পালানো এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন- ‘মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে’ বাক্যটিতে অপাদান কারকে ৫মী বিভক্তি ব্যবহার হয়েছে।
- যাকে আশ্রয় করে কর্তা কাজ সম্পন্ন করে তাকে কর্ম কারক বলে। যেমন- ‘আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা’ বাক্যে কর্মে ২য়া এবং ‘তোমার দেখা পেলাম না’ বাক্যে কর্মে ৬ষ্ঠী ব্যবহার হয়েছে।

